JAN. 2[illegible] 2001

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ....
পৃঃ ৭. ৫. কলাম ৫.....

৩০ বছরে একটিও সরকারী স্কুল হয়নি

রাজশাহী মহানগরীর ঠাঁই নেই অবস্থা নিয়ে স্কুলগুলোতে শুরু হয়েছে ভর্তিযুদ্ধ

রেজাউল করিম রাজু ॥ নতুন বছর শুরু হবার সাথে সাথে অভিভাবকরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তিযুদ্ধে। শিক্ষা নগরী হিসেবে পরিচিত রাজশাহীর বিদ্যালয়গুলোতে এমনিতেই ঠাঁই নেই অবস্থা বিরাজ করছে। এর মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছে ভর্তিযুদ্ধ। সবার টার্গেট তাদের সন্তানদের ভাল স্কুলে ভর্তি করানো। নামে রাজশাহী শিক্ষা নগরী হিসেবে পরিচিত হলেও বিগত ৩০ বছরে একটিও সরকারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়নি এখানে। অথচ ৩০ বছরে জনসংখ্যা বেড়েছে পাঁচগুণ।

১৮৩৬ সালে সর্বপ্রথম ছেলেদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল। ১৯২৫ সালে জেলা গার্লস স্কুল এবং ১৯২৮ সালে পিএন বালিকা বিদ্যালয়। ১৯৬৭ সালে শিরইল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় এবং ১৯৬৯ সালে গভঃ ল্যাবরেটরী ও রাজশাহী সরকারী (হেলেনাবাদ) বালিকা বিদ্যালয়। এসব স্কুল প্রতিষ্ঠিত হবার পর নগরীতে আর কোন সরকারী স্কুল প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। বেসরকারীভাবে বিদ্যানুরাগীদের প্রচেষ্টায় কিছু স্কুল গড়ে উঠলেও নানা সমস্যার কারণে সেগুলো সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। ফলে অধিকাংশ বেসরকারী স্কুলের শিক্ষার মানের তেমন উন্নয়ন হয়নি। তা ছাড়া শিক্ষার্থীদের জন্য বেশীর ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেই শিক্ষার ন্যূনতম পরিবেশ। উচ্চ বিদ্যালয় আর পাঠশালায় একই অবস্থা। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের চেয়ে অনেক ভাল অবস্থায় রয়েছে। শিক্ষার ভালো সুযোগ না থাকায় বিপুলসংখ্যক মেধাবী ছাত্রছাত্রী তাদের মেধার বিকাশ ঘটাতে পারছে না। শিক্ষার্থীর চাপ সামলাতে গিয়ে সরকারী বিদ্যালয়গুলোর ত্রাহি অবস্থা। দু'শিফট চালু করেও কোন সুরাহা হচ্ছে না। আসনসংখ্যার দ্বিগুণের বেশী শিক্ষার্থী ভর্তি হচ্ছে। সবার টার্গেট সরকারী বিদ্যালয় হওয়ার কারণে এখানে প্রচণ্ড ভিড়। তদবির, ধমক আর নানা রকমের চাপের কাছে অসহায় হয়ে পড়েছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। ফলে ইচ্ছে না থাকলেও আসনসংখ্যার চেয়ে বেশী শিক্ষার্থী ভর্তি করতে বাধ্য হচ্ছেন। ক্লাসে ছাত্রছাত্রীরা বসছে গাদাগাদি করে। অনেককে জানালার ধারে কিংবা সামনের মেঝেতে বসতে হয়। ৩০/৩৫ জন বসার মত শ্রেণীকক্ষে বসছে ৭০/৮০ জন করে। ফলে শিক্ষা কার্যক্রম হচ্ছে মারাত্মকভাবে ব্যাহত। সরকারী স্কুলের পরিবেশ বিপন্ন। এক শিফটের ক্লাস শেষ হতে না হতে আরেক শিফটের শিক্ষার্থীরা এসে হাজির। ফলে সৃষ্টি হয় অসহনীয় অবস্থার। এর সাথে অভিভাবকদের ভিড়। সব মিলিয়ে যেন হাটের অবস্থা বিরাজ করে।

নগরীর কয়েকটি সরকারী স্কুল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য হল, প্রতি বছর যত মেধাবী ছাত্রছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে, তাদের খুব কমসংখ্যক সুযোগ পাচ্ছে ভর্তি হবার। যারা অল্প নম্বরের জন্য ভর্তি হতে পারছে না তারা তাদের মেধার বিকাশ পরবর্তীতে ঘটাতে পারছে না। নগরীতে আরও কয়েকটি সরকারী স্কুল গড়ে উঠলে এসব মেধার বিকাশ ঘটতে পারত। সবাই আরও কয়েকটি সরকারী স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জোর দিয়েছেন।

বেসরকারীভাবে যে বিদ্যালয়গুলো আছে সেগুলো নানা সমস্যায় জর্জরিত হবার কারণে শিক্ষার মান বাড়াতে পারছে না। আবার গুটিকয়েক মানসম্পন্ন যে বিদ্যালয় আছে, খরচের কারণে সবাই সেখানে যেতে পারছে না। নগরীতে ইংরেজি মিডিয়ামের কিছু স্কুল গড়ে উঠলেও পরবর্তীতে কি হবে এ আশঙ্কায় অনেক অভিভাবক প্রথম দিকে দু-চার বছর পড়িয়ে আবার নিয়ে যাচ্ছেন সাধারণ স্কুলে।

নগরবাসী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছে, রাজশাহী নামে শুধু শিক্ষা নগরী হলেও এর ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। নগরবাসীর দুর্ভাগ্য, বিগত ৩০ বছরে একটিও সরকারী স্কুল প্রতিষ্ঠা হল না। রাজশাহী মহানগরী হয়েছে, এর অনেক শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে; কিন্তু শিক্ষা নগরীর বিষয়টি রয়ে গেছে উপেক্ষিত। নগরবাসীর প্রত্যাশা ছিল উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি অন্তত দু-তিনটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করবে সিটি কর্পোরেশন। যেমন অন্যান্য নগরীতে রয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের শিক্ষা স্থায়ী কমিটি থাকলেও তারা এ বিষয়ে কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। এদিকে ভর্তিযুদ্ধে জিতিয়ে দেয়ার জন্য আগাম নিশ্চয়তা দিয়ে কয়েক মাস আগে থেকেই শুরু হয়েছে বাণিজ্যিক টিউশনি। প্রথম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তির নিশ্চয়তার ডালি নিয়ে চুটিয়ে ব্যবসা করছে কোচিং সেন্টারগুলো। নামীদামি স্কুলের কতিপয় শিক্ষক-শিক্ষিকা ভীষণ ব্যস্ত প্রাইভেট টিউশনিতে। ১০/১৫ জনের ব্যাচ করে দিনরাত চলছে টিউশনি। স্কুলের শিক্ষকের কাছে পড়ালে ওই স্কুলে ভর্তি হবার সুযোগ পাওয়া যাবে– এমন আশায় মোটা অঙ্কের ফি দিয়ে চলেছেন অভিভাবকরা। অনেক কোচিং সেন্টারের সাথে জড়িত রয়েছেন শিক্ষকরা। অনেকে বেনামে বের করছেন সাজেশান কিংবা ভর্তি গাইড। কোন কোন কোচিং সেন্টার তাদের ভর্তি সাফল্যের বর্ণনা দিয়ে প্রচারপত্র বিলি করছে। ভর্তি পরীক্ষার তীব্র প্রতিযোগিতাকে পুঁজি করে চলছে এসব। এভাবে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে অভিভাবকের পকেট থেকে।

এদিকে ভর্তি নিয়ে একটি চক্র বরাবরের মত এবারও সক্রিয়। এ চক্র বিভিন্নভাবে চাপ প্রয়োগ করে কিছু ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে। বিনিময়ে হাতিয়ে নেয় মোটা অঙ্কের টাকা। এক্ষেত্রে এরা রাজনৈতিক দলের হোমড়া-চোমড়াসহ বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে কৌশলে ব্যবহার করে।